WBCHSE
BENGALI
SAMPLE PAPER

বাঙলা নমুনা প্রশ্নপত্র - ১

১। কমবেশি ৬ টি বাক্যে লিখে প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৩

'শিশুপাঠ্য কাহিনিতে থাকে মুখ ঢাকি।'

কারা কেন 'শিশুপাঠ্য কাহিনিতে' মুখ ঢেকে থাকে ?

উঃ-- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ওরা কাজ করে' -- কবিতা থেকে গৃহীত আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটিতে সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির আজ্ঞাবহ সেনাদের কথা বলা হয়েছে।

অতীতে বহু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির আজ্ঞাবহ সেনারা ভারতবর্ষে অনেক রক্তপাত ঘটিয়েছে। তাদের রক্তচক্ষু ও রক্তমাখা অস্ত্র একদা সমগ্র ভারতবর্ষকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। বর্তমান সেই দুর্ধর্ষ সৈনিকরা আর বেঁচে নেই, রাজশক্তিরও অবসান ঘটেছে। সেই দুর্ধর্ষ সৈনিকরা আজ শিশুপাঠ্য কাহিনিতে স্থান পেয়ে শিশুদের বিনোদনের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই লজ্জাকর দীন পরিণতির জন্য দায়ী তাদের শোষণ ও অত্যাচার। বাহুবল দ্বারা শাশ্বত মানবকল্যাণ রচিত হয় না।

২। অনধিক ১৮টি বাক্যের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৯

'জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল।'

কোন পথ দিয়ে কাল কীভাবে বয়ে যাবে ? কবি কীভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন ? কাদের দ্বারা কীভাবে 'জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি' মন্দ্রিত হয়ে চলেছে ?

উঃ-- 'ওরা কাজ করে' কবিতা থেকে আহৃত আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটিতে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের পথ দিয়ে বা মহাকালের পথ দিয়ে সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে বলে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন। যে-ভাবে অতীতে ভারতবর্ষের বুকে সাম্রাজ্যলোলুপ পাঠান-মোগলদের রাজত্বকালের অবসান ঘটেছে। সেভাবেই মহাকালের নিয়মে অত্যাচারী ইংরেজ রাজশক্তিরও একদিন পতন ঘটবে। মহাকাল এসে তাদের দোর্দন্ড প্রতাপকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

সদ্য আরোগ্যপ্রাপ্ত কবি কল্পনার চোখে দেখেছেন ভারতবর্ষের বুকে দুর্ধর্ষ পাঠান-মোগলদের আগমন, সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার এবং সময়ের স্রোতে তাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। ইতিহাস-সচেতন কবি

ইতিহাসের সাক্ষ্যে, নিজস্ব দূরদর্শিতায় এবং দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে জেনেছেন, যতই দর্পিত বাহুবলে ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করুক, প্রকৃতির নিয়মেই অদূর ভবিষ্যতে তাদেরও পতন অনিবার্য। একদিন মহাসময়ের স্রোত এসে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ রাজশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

যারা মানবসমাজের কল্যাণে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন, সেই সব শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের দ্বারাই 'জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি' মন্দ্রিত হয়ে চলেছে। কর্মী-মানুষের অপ্রতিহত কর্মপ্রণালী যৌথশক্তি থেকে উৎসারিত এবং তা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে যায়। যুগে-যুগে দেশে দেশান্তরে সর্বত্র তারা কাজ করে। বাহুবল, রক্তপাত, হানাহানি নয় -- তাদের কাজে নিহিত থাকে মানবপ্রেম এবং জীবনের জয়গান। তারা মাঠে -মাঠে বীজ বোনার মাধ্যমে নতুন সৃষ্টির সূচনা করে, পাকা ফসল তোলার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতাকে ছুঁতে চায়, মানব সভ্যতাকে সঠিক পথে চালানোর জন্য ধরে থাকে ধরনীর তরণীর হাল। শহরে - বন্দরে শত শত অত্যাচারী রাজশক্তির ভগ্নাবশেষের ওপর তারা মানবধর্মের বিজয়-কেতন ওড়ায়। এইভাবে কর্মী মানুষদের দৈনন্দিন কর্মপ্রণালী থেকে 'নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচার সুযোগ করে দাও' -- এই মহামন্ত্রধ্বনিই যেন উত্থিত হয়।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কমবেশি ১০টি বাক্যে যেকোনো একটির ব্যাখ্যা লেখো ঃ

৩.১ 'ভায়োলেন্সর ভায়োলিন নাকি আমি, বিপ্লবী মন তুষি।'

উঃ-- উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটি কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ''আমার কৈফিয়ৎ'' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিশ শতকের তিনের দশকে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কেউ কেউ কবির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছিলেন। সেই প্রসঙ্গেই কবি এমন উক্তি করেছেন।

''ভায়োলেন্স'' শব্দের অর্থ হিংসা এবং 'ভায়োলিন' একটি বাদযন্ত্রের নাম। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নরমপন্থী ও চরমপন্থী -- এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন। মূলতঃ গান্ধীবাদীরা নরমপন্থী এবং তাঁরা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাযত্ত শাসনের অধিকার অর্জন করতে চেয়েছিলেন, নজরুল তা চাননি। তিনি 'স্বরাজ' অর্থাৎ আংশিক স্বাধীনতার পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতা তথা ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়েছেন। তাই তাঁর লেখার বিদ্রোহ বিপ্লবের সুর শোনা গেছে। অহিংসবাদীরা কবিকে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। বেহালায় কোমল করুণ সুর ধ্বনিত হয়, নজরুলের করিতায় সেইরূপ না হয়ে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

৩.২ 'সে মহাশূন্যের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোখে।'

উঃ-- বিশ্বকবি ররীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ''আরোগ্য'' (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'করা কাজ করে' কবিতা থেকে প্রশ্নে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটি নেওয়া হয়েছে।

সদ্য আরোগ্য-প্রাপ্ত কবি অলস অবসর যাপনকালে মানসচক্ষে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ অতীত ইতিহাসের ঘটনাক্রমে তথা বিভিন্ন দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

কল্পনায় কবি মহাশূন্যের পথে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র লক্ষ করেছেন। তিনি দেখেছেন অতীতে এদেশের বুকে বাহুবলে আধিপত্য বিস্তার করে গেছে সাম্রাজ্যবাদী পাঠান, মোগল রাজশক্তি। তারা যুদ্ধ রক্তপাত হানাহানির মাধ্যমে তাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছ। এই সব ঘটনা সুদীর্ঘ অতীতকালের এবং তা কবি কল্পনার চোখে দেখেছেন। তাই অস্পষ্টতা বোঝাতে 'ছায়া - আঁকা ছবি' বলা হয়েছে। মোগলদের পর এসেছে সাম্রাজ্যলোভী প্রবল ইংরেজ জাতি। ইতিহাস - সচেতন প্রাজ্ঞ কবি জানেন মহাকালের নিয়মে পাঠান-মোগলদের মতো ইংরেজ রাজশক্তিরও পতন ঘটবে। বাহুবলে বা অর্থবলে বলীয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা মানব সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেনা। ধারাবাহিকভাবে যারা মানবসমাজের কল্যাণে কাজ করে চলেছে, সেই মেহনতী চিরমানবের দল অবিচ্ছিন্নভাবে রচনা করে চলেছে মানব ইতিহাস।